ইনটেক চ্যানেল Intake Chanel

প্রধান পাম্প Main Pump

প্রধান খাল Main Canal

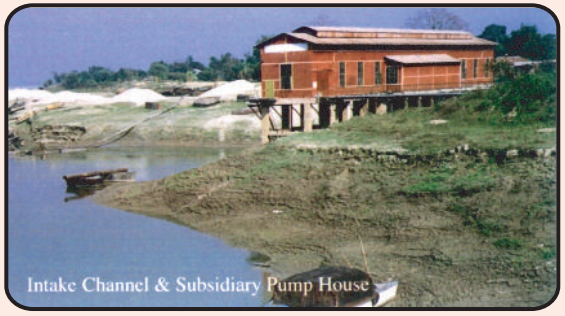


## Location Map of Ganges Kobadak (GK) Irrigation Project

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৮

# গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প

## GONGES-KOBADAK IRRIGATION PROJECT

প্রধান পাম্প হাউজ Main Pump House

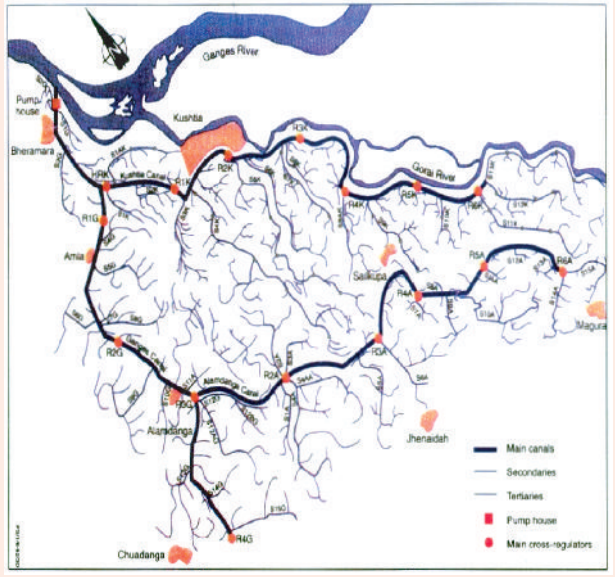


বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

www.bwdb.gov.bd বাপাউবো.বাংলা

## অবস্থান ঃ

কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার ১৩টি উপজেলা নিয়ে প্রকল্পটি অবস্থিত। প্রকল্পের উত্তরে পদ্মা ও গড়াই, পূর্বে গড়াই ও মধুমতি, দক্ষিণে নবগঙ্গা এবং পশ্চিমে মাথাভাঙ্গা নদী অবস্থিত।

| নির্বাচনী এলাকা | বিভাগ | জেলা | উপজেলা |
|---|---|---|---|
| ৭৫ কুষ্টিয়া-১ | খুলনা | কুষ্টিয়া | দৌলতপুর |
| ৭৬ কুষ্টিয়া-২ | খুলনা | কুষ্টিয়া | ভেড়ামারা, মিরপুর |
| ৭৭ কুষ্টিয়া-৩ | খুলনা | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া সদর |
| ৭৮ কুষ্টিয়া-৪ | খুলনা | কুষ্টিয়া | কুমারখালী, খোকসা |
| ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ | খুলনা | চুয়াডাঙ্গা | চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা |
| ৮১ ঝিনাইদহ-১ | খুলনা | ঝিনাইদহ | শৈলকুপা |
| ৮২ ঝিনাইদহ-২ | খুলনা | ঝিনাইদহ | ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুন্ড |
| ৯১ মাগুরা-১ | খুলনা | মাগুরা | মাগুরা সদর, শ্রীপুর |

## এলাকা ঃ

প্রকল্পের আওতাধীন মোট জমির পরিমাণ ১,৯৭,৫০০ হেঃ। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পটিতে দুইটি পর্যায়ে মোট ১,৪২,০০০ হেঃ সেচযোগ্য জমি আওতাভূক্ত ছিল। বর্তমানে ১,১৬,০০০ হেঃ জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

## পটভূমি ঃ

বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সাথে সাথে জনসাধারনের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালে গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প গৃহীত হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে সেচের এটাই বাংলাদেশের প্রথম ও সবচেয়ে বড় প্রকল্প। সেচ, নিষ্কাশন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ত্রিমূখী পরিকল্পনা নিয়েই গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের সৃষ্টি। এই প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ ১৯৫৫-৫৬ সাল হতে শুরু করে ১৯৬৯-৭০ সালে এবং ২য় পর্যায় ১৯৬০-৬১ সালে শুরু করে ১৯৮২-৮৩ সালে সমাপ্ত করা হয়। উক্ত প্রকল্পের জন্য ২টি পর্যায়ে মোট ৭৩.৮৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

## উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে একটি সুদৃঢ় অর্থনৈকিত ভীত তৈরী করার লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পটি মূলতঃ বর্ষা মৌসুমে সম্পূরক সেচ প্রদানের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হলেও এখন শুষ্ক মৌসুমেও সেচ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

## বাস্তবায়নোত্তর সুফল ঃ

### ক) সেচ সুবিধা প্রদান ঃ

১৯৬২ সাল হতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান কার্যক্রম চালু আছে।

### খ) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাষণ ঃ

এই প্রকল্পের ৩৯ কিমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করে প্রকল্পটি বন্যার হাত হতে মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া ড্রেনেজের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশনের সু ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### গ) উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এ এলাকার উৎপাদন খুবই অল্প থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের পর বিভিন্ন বৎসরে সেচের এলাকা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে।

### ঘ) আয় ও কর্মসংস্থান ঃ

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় প্রচুর রাস্তাঘাট সংস্কারসহ বিভিন্নমুখী উন্নয়নের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং ব্যাপক খাদ্য শস্য উৎপাদনের ফলে কৃষিতে আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু এলাকার সুফলভোগী জনগণ সেচ সার্ভিস চার্জ প্রদানে তেমন আগ্রহী নয়। এ বিষয়ে জনসচেতনতা প্রয়োজন।

### ঙ) পরিবেশগত উন্নয়ন ঃ

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের নির্মিত বিভিন্ন খালের পাড়ে বৃক্ষ রোপন করায় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এবং প্রকল্পের বোরোপিট এরিয়ায় মৎস্য চাষের উন্নতির ফলে স্থানীয় বাজারে মাছের আমদানী হওয়ায় এলাকার প্রোটিনেরও পর্যাপ্ত যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

## বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় ঃ

প্রকল্পটির বার্ষিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ এর জন্য মাত্র ১৫ কোটি টাকা পাওয়া যায় যা চাহিদার তুলনায় কম।

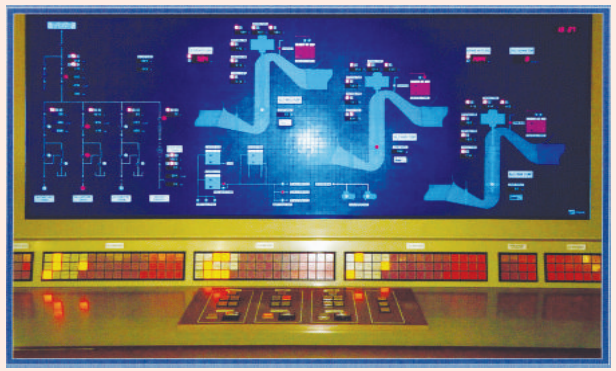

প্রধান পাম্পের ডিজিটাল কন্ট্রোল প্যানেল

## এক নজরে জি.কে. সেচ প্রকল্প

| | |
|---|---|
| ১। প্রকল্প এলাকা | ঃ ১,৯৭,৫০০ হেক্টর |
| ২। অবস্থান | |
| ক) জেলা | ঃ ৪টি (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা) |
| খ) থানা | ঃ ১৩টি (কুষ্টিয়া, কুমারখালী, খোকসা, মিরপুর, ভেড়ামারা, দৌলতপুর, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, হরিণাকুন্ড, ঝিনাইদহ, শৈলকুপা, মাগুরা, শ্রীপুর) |
| গ) মোট লোক সংখ্যা | ঃ ২৫ লক্ষ |
| ঘ) খামার মালিকানা | ঃ ১.৫০ লক্ষ |
| ৩। সেচযোগ্য জমি | ঃ ১,১৬,০০০ হেক্টর |
| ৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল | ঃ |
| ক) আরম্ভ | ঃ ১ম পর্যায় ঃ ১৯৫৫-৫৬<br>২য় পর্যায় ঃ ১৯৬০-৬১ |
| খ) সমাপ্তি | ঃ ১ম পর্যায় ঃ ১৯৬৯-৭০<br>২য় পর্যায় ঃ ১৯৮২-৮৩ |
| ৫। প্রকল্প নির্মাণ ব্যয় | |
| ক) ১ম পর্যায় | ঃ ১৮.৫০ কোটি টাকা |
| খ) ২য় পর্যায় | ঃ ৫৫.৩৯ কোটি টাকা |
| ৬। প্রকল্প পূনর্বাসন ব্যয় | ঃ ২১২.৫৬ কোটি টাকা |
| ৭। সর্ব প্রথম সেচ প্রদান | ঃ ১৯৬২ সাল |
| ৮। পাম্প হাউজ | ঃ ২টি |
| ৯। মোট পানি উত্তোলন মতা | ঃ ১৫৩ ঘন মিটার/সেকেন্ড |
| ১০। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ | ঃ ৩৯ কিলোমিটার |
| ১১। ক) প্রধান সেচ খাল | ঃ ১৯৩ কিলোমিটার |
| খ) শাখা খাল | ঃ ৪৬৭ কিলোমিটার |
| গ) উপ-শাখা খাল | ঃ ৯৯৫ কিলোমিটার |
| ১২। নিষ্কাশন খাল | ঃ ৯৭১ কিলোমিটার |
| ১৩। জলকাঠামো | ঃ ২১৮৪টি |
| ১৪। পরিদর্শন সড়ক | ঃ ২২৮ কিলোমিটার |
| ১৫। প্রকল্পের বিদ্যুৎ চাহিদা | ঃ ১৪ মেগাওয়াট |
| ১৬। গ্রীড সাবষ্টেশন | ঃ ১টি |
| ১৭। সর্বোচ্চ সেচ সাফল্য | ঃ ৯৯১১৭ হেক্টর (আমন)<br>৪২,৭৪২ হেক্টর (আউশ) |
| ১৮। বার্ষিক পরিচালন ব্যয় | ঃ ২০ কোটি টাকা |
| ১৯। বার্ষিক ফসল উৎপাদন | ঃ ১৮০৩৩২ মেঃ টন (প্রাক প্রকল্প)<br>৬২৮০০৩ মেঃ টন (২০১১-২০১২) |
| ২০। পরীক্ষামূলক কৃষি খামার | ঃ ১টি (আমলায়) |
| ২১। সেচ সম্প্রদারণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ঃ ১টি (বাড়াদি) |
| ২২। পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি | ঃ ৬৬১টি |
| ২৩। থানা কেন্দ্রীয় পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি | ঃ ৮টি |
| ২৪। পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন | ঃ ১টি |